

‘শুধু পতাকা নয়, স্বাধীনতার স্বাদ পৌঁছাক প্রতিটি মানুষের ঘরে’



নিজস্ব প্রতিবেদন : স্বাধীনতা দিবস মানেই শুধু জাতীয় পতাকা উত্তোলন বা মিষ্টি-চকোলেট বিতরণ নয়। প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ কী, সেই বার্তাই তুলে ধরলেন এক ব্যতিক্রমী শিক্ষক। তাঁর মতে, স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য তখনই উপলব্ধি হবে, যখন দেশের প্রতিটি মানুষ সম্মান ও ন্যূনতম জীবনযাপনের অধিকার পাবে।

আসন্ন ১৫ আগস্ট ভারতের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগরের মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের

প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম। তিনি বলেন, ভারতকে স্বাধীন করার সংগ্রামে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান-সহ বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ বিভেদ ভুলে একসঙ্গে লড়াই করেছিলেন। অসংখ্য শহীদের আত্মত্যাগ ও রক্তের বিনিময়েই দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

তাঁর বক্তব্য, বর্তমান প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতা দিবসের প্রকৃত ইতিহাস ও মূল্যবোধ তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরি। শুধু উচ্চশিক্ষা বা বড় ডিগ্রি অর্জনই জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না; একজন দায়িত্বশীল, মানবিক ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

সামসুল আলম আরও বলেন, যে শিশু অভুক্ত অবস্থায় বিদ্যালয়ে আসে, কিংবা প্রার্থনার সময় ক্ষুধার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার কাছে স্বাধীনতা দিবসের আনন্দ অর্থহীন হয়ে যায়। তাই ১৫

আগস্টের উদযাপন কেবল আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনমান উন্নয়নের দিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতার সুফল তখনই সত্যিকার অর্থে সবার কাছে পৌঁছাবে, যখন একজন ক্ষুধার্ত শিশু, একজন দিনমজুর বা একজন রিকশাচালকও মর্যাদা, নিরাপত্তা ও সমান সুযোগের স্বাদ পাবে। সেই অবস্থাকেই তিনি প্রকৃত স্বাধীনতার প্রতীক বলে উল্লেখ করেন।

বর্তমান সমাজব্যবস্থা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন এই প্রধান শিক্ষক। তাঁর কথায়, স্বাধীনতার এত বছর পরও তদন্তকারী সংস্থার অভিযানে বিপুল পরিমাণ অর্থ উদ্ধারের ঘটনা সামনে আসছে, অথচ এই অর্থ শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষেরই সম্পদ। তাই দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায্যভিত্তিক ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার প্রকৃত মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন।

গীতার আলোয় কর্মবন্ধন থেকে দেবত্বের সন্ধান, শিলিগুড়িতে আধ্যাত্মিক আলোচনায় উৎসাহ



নিজস্ব প্রতিবেদন : কর্ম কীভাবে মানুষকে বেঁধে রাখে? কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির পথই বা কী? আর কীভাবেই বা মানুষ দেবত্বের দিকে এগিয়ে যেতে পারে? শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের এই গভীর তত্ত্ব নিয়েই শিলিগুড়িতে চলছে প্রাণবন্ত আলোচনা, যেখানে আধ্যাত্মিক ভাবনার সঙ্গে মিলেছে ভক্তিমূলক সঙ্গীতের আবহ। শিলিগুড়ির খালপাড়ার অগ্রসেন ভবনে সোমবার ‘শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে গীতা, ষষ্ঠ অধ্যায়’ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন হরিদ্বার থেকে আগত আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজ। ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন ও রাজীব জৈন মেমোরিয়াল ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই আটদিনের গীতা জ্ঞান প্রবাহ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আসক্তি, অহংকার ও কর্মফলের আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ করে। নিষ্কাম কর্ম, আত্মসংযম, ধ্যান এবং ঈশ্বরচেতনার উপলব্ধির মধ্য দিয়েই মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে দেবত্বের পথে এগিয়ে যেতে পারে।

রবিবার ষষ্ঠ অধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পর সোমবার থেকে শুরু হয়েছে বিস্তারিত আলোচনা। ভক্তিমূলক সঙ্গীতের আবহে গীতার তত্ত্ব ব্যাখ্যা শ্রোতাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে গীতার শিক্ষা কীভাবে শান্তি, স্থিতি ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে, সেই বিষয়েও গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের চন্দ্রকান্ত মোহতা ও বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী সঞ্জয় গোলেচা জানান, প্রতিদিন বিকেলে গীতা আলোচনা ছাড়াও সকালে যোগাসনের আয়োজন করা হচ্ছে। তাতেও বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করছেন।

বর্ষায় রোগের থাবা, ওষুধ সেবনে সতর্কতার বার্তা দিলেন

ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল



প্রবণতা কতটা বিপজ্জনক? বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ শীর্ষেন্দু পালের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ।

বর্তমান সময়ে নানা ধরনের রোগ-ব্যাদি যেন মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বর্ষাকালে সর্দি, কাশি, জ্বর ও ডেঙ্গুর মতো রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল। আলোচনায় তিনি তুলে ধরেছেন, অনেকেই আজকাল সামান্য ব্যথা হলেই নিয়ম না মেনে

নিজস্ব প্রতিবেদন : বর্ষা এলেই বাড়ছে সর্দি-কাশি, জ্বর, ডেঙ্গুর প্রকোপ; কীভাবে থাকবেন সুরক্ষিত? ব্যথার ওষুধ, অ্যান্টিবায়োটিক কিংবা ইউটিউব দেখে নিজে নিজে ওষুধ খাওয়ার

ব্যথানাশক ট্যাবলেট বা অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করছেন। এর দীর্ঘমেয়াদি কুপ্রভাব কী হতে পারে, সে বিষয়েও তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। পাশাপাশি বর্তমানে হৃদরোগের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকায় কী ধরনের জীবনযাপন ও অভ্যাস অনুসরণ করলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমানো সম্ভব, সেই বিষয়েও তিনি মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়াও বর্তমানে ইউটিউব বা গুগল দেখে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই ওষুধ কিনে খাওয়ার যে প্রবণতা বাড়ছে, তা কতটা বিপজ্জনক হতে পারে, সে সম্পর্কেও তিনি সতর্ক করেছেন। একই সঙ্গে এমন কিছু স্বাস্থ্যবিধি ও প্রয়োজনীয় পরামর্শের কথা জানিয়েছেন, যা মেনে চললে অকারণে হাসপাতালে যেতে হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমানো সম্ভব।

খবরের ঘন্টার দর্শকদের উদ্দেশ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক আলোচনায় কী কী বললেন শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল, তা জানতে অবশ্যই দেখুন খবরের ঘন্টার ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল।



উপদেষ্টামণ্ডলী : জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনো পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার (শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট), ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসিকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয় সরকার কেন মানবিক হবে

একটি রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি শুধু তার অর্থনীতি, পরিকাঠামো বা প্রশাসনিক দক্ষতায় নয়; তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পায় মানুষের প্রতি তার আচরণে। তাই একটি সরকার যতই শক্তিশালী হোক না কেন, যদি সেই সরকারের সিদ্ধান্তে মানবিকতার ছোঁয়া না থাকে, তবে উন্নয়নের দাবিও অনেকটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। সরকারের প্রথম দায়িত্ব নাগরিকের জীবন, মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সমাজের দরিদ্র, অসহায়, প্রবীণ, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রছাত্রী কিংবা প্রতিবন্ধী মানুষ; সকলেই রাষ্ট্রের সমান নাগরিক। তাঁদের সমস্যা, কষ্ট ও প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে নীতি নির্ধারণ করাই একটি মানবিক সরকারের পরিচয়। মানবিকতা মানে শুধু আর্থিক সহায়তা নয়। দ্রুত প্রশাসনিক পরিষেবা, স্বচ্ছতা, ন্যায্য বিচার, দুর্যোগে পাশে দাঁড়ানো, চিকিৎসা ও শিক্ষার সহজলভ্যতা এবং মানুষের কথা ধৈর্য নিয়ে শোনার মানসিকতাও মানবিক শাসনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আইন প্রয়োগ অবশ্যই প্রয়োজন, তবে সেই আইনের প্রয়োগে সংবেদনশীলতা ও ন্যায়বোধ থাকা আরও বেশি জরুরি।

একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার জনগণের প্রতিনিধি। তাই জনগণের সঙ্গে দূরত্ব নয়, আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তোলাই হওয়া উচিত সরকারের মূল লক্ষ্য। মানুষের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে পারলে প্রশাসনের প্রতি মানুষের সম্মান ও আস্থা আরও দৃঢ় হয়। আজকের দিনে উন্নয়নের পাশাপাশি মানবিক প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি। কারণ উন্নত রাস্তা, উঁচু ভবন বা বড় প্রকল্প একটি রাজ্য বা দেশের বাহ্যিক উন্নয়নের পরিচয় দিতে পারে, কিন্তু একটি মানবিক সরকারই পারে মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে এবং প্রকৃত অর্থে কল্যাণরাষ্ট্রের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে। শেষ পর্যন্ত মনে রাখতে হবে, সরকার আসে-যায়, ক্ষমতার পালাবদল হয়; কিন্তু মানবিকতা চিরন্তন। যে সরকার মানুষের পাশে দাঁড়ায়, মানুষের কথা শোনে এবং মানুষের মর্যাদাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়, ইতিহাস শেষ পর্যন্ত সেই সরকারকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে

উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বাঁচাতে উদ্যোগী সংস্কার ভারতী



নিজস্ব প্রতিবেদন উত্তরবঙ্গের মাটির করে চলেছেন। একইভাবে উত্তর গন্ধ মিশে থাকা ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা, দিনাজপুরের ইটাহারের অভিজিৎ চৌধুরী গম্ভীরা ও কুশান গানের মতো সমৃদ্ধ গম্ভীরা ও মুখোশ সংস্কৃতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোকঐতিহ্য আজ সংরক্ষণের অভাবে কাজ করছেন। তাঁদের মতো শিল্পী ও অস্তিত্বের সংকটে। হারিয়ে যেতে বসা এই অমূল্য সাংস্কৃতিক সম্পদকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছে সংস্কার ভারতী।

উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসারের লক্ষ্যে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে আরএসএসের সাংস্কৃতিক সংগঠন সংস্কার ভারতী। সংগঠনের উত্তরবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক উদয় কুমার দাস জানান, উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলেও পর্যাপ্ত সংরক্ষণ ও গবেষণার অভাবে বহু ঐতিহ্যবাহী শিল্পধারা আজ বিলুপ্তির পথে।

তিনি বলেন, কোচবিহারের শিল্পী বাঁশিনাথ ডাকুয়া দীর্ঘদিন ধরে কুশান গানকে বাঁচিয়ে রাখতে নিরলস সংগ্রাম

করে চলেছেন। একইভাবে উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের অভিজিৎ চৌধুরী গম্ভীরা ও মুখোশ সংস্কৃতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। তাঁদের মতো শিল্পী ও গবেষকদের প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করতে এবং উত্তরবঙ্গের হারিয়ে যেতে বসা লোকসংস্কৃতিকে সংরক্ষণে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা করছে সংস্কার ভারতী।

সংগঠনের মতে, শুধু শিল্পীদের প্রচেষ্টা নয়, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণেই এই ঐতিহ্যকে আগামী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করা সম্ভব। সেই লক্ষ্যেই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচি, গবেষণা, নথিভুক্তকরণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের সমৃদ্ধ লোকঐতিহ্যকে নতুন করে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

মূল্যবোধের চর্চাই মানুষকে দেবত্বের পথে এগিয়ে দেয়

বললেন উদয় কুমার দাস



ভারতী। খবরের ঘন্টার কাছে নিজের ভাবনা তুলে ধরলেন সংগঠনের উত্তরবঙ্গ সংগঠন সম্পাদক উদয় কুমার দাস।

ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হলো মূল্যবোধের ধারাবাহিক চর্চা। সেই মূল্যবোধই

নিজস্ব প্রতিবেদন : ভারতীয় সংস্কৃতির মূল শক্তি মূল্যবোধ, আর সেই মূল্যবোধের চর্চাই গড়ে তোলে উন্নত মানুষ। সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা ও কলাচর্চার মধ্য দিয়ে জাগ্রত হয় মানবিক চেতনা; এমনই বার্তা দিল সংস্কার

মানুষকে কেবল জৈবিক অস্তিত্বের সীমা ছাড়িয়ে মানবিকতা, আত্মিক উন্নতি ও উচ্চতর চেতনার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। এমনই মত প্রকাশ করলেন আরএসএসের সাংস্কৃতিক সংগঠন সংস্কার ভারতী-র উত্তরবঙ্গ সংগঠন

সম্পাদক উদয় কুমার দাস।

খবরের ঘন্টার সঙ্গে এক বিশেষ আলাপচারিতায় তিনি বলেন, ভারতীয় সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা, সাহিত্য এবং বিভিন্ন শিল্পকলার মধ্যে যুগ যুগ ধরে লালিত হয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর মূল্যবোধ। এই সংস্কৃতির নিয়মিত অনুশীলন মানুষের চরিত্র গঠন, মননের বিকাশ এবং উন্নত চেতনাবোধ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তিনি আরও বলেন, পশু ও মানুষের মধ্যে যেমন চেতনা ও মূল্যবোধের পার্থক্য রয়েছে, তেমনি সাধারণ মানুষ থেকে দেবত্বের স্তরে পৌঁছানোর পথও নির্মিত হয় আত্মশুদ্ধি, নৈতিকতা এবং সংস্কৃতির নিরন্তর সাধনার মাধ্যমে।

ভারতীয় সংস্কৃতি সেই উন্নত জীবনের পথই মানুষের সামনে তুলে ধরে।

উদয় কুমার দাসের মতে, সমাজে সুস্থ চিন্তাভাবনা, নৈতিক শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক চর্চার প্রসার ঘটাতে সংস্কার ভারতী দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে। সংগঠনের লক্ষ্য শুধুমাত্র শিল্পকলার বিকাশ নয়, বরং ভারতীয় মূল্যবোধকে মানুষের জীবনচর্চার অংশ করে তোলা, যাতে আগামী প্রজন্ম একটি সুশৃঙ্খল, মানবিক ও সংস্কৃতিমন্স্ক সমাজ গড়ে তুলতে পারে।

আড়ম্বর নয়, আন্তরিকতায় উদযাপিত ৮১তম জন্মদিন



নিজস্ব প্রতিবেদন : শিলিগুড়ির প্রবীন সমাজসেবী তথা পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এর চেয়ারম্যান নীতিশ বসুর

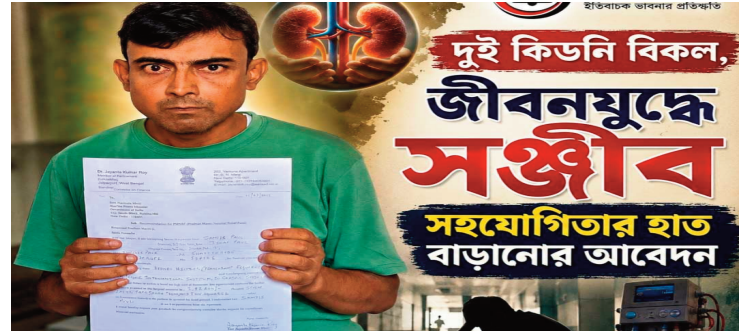
শারীরিক অসুস্থতার কারণে সব আয়োজন আগেই বাতিল করা হয়েছিল। কিন্তু শুভানুধ্যায়ীদের ভালোবাসা ও আন্তরিক অনুরোধে শেষ পর্যন্ত এক অনাড়ম্বর পরিবেশেই উদযাপিত হল তাঁর ৮১তম জন্মদিন।

শারীরিক সমস্যার কারণে ৮১তম জন্মদিন উপলক্ষে নির্ধারিত সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করা হলেও, সন্ধ্যায় এক মনোমুগ্ধকর আবহে জন্মদিনটি পালিত হয়। হঠাৎ করেই কয়েকজন বিশিষ্ট শুভানুধ্যায়ী উপস্থিত হয়ে আন্তরিক আগ্রহ ও উদ্যোগে সামাজিক রীতি-নীতি মেনে অত্যন্ত সাদামাটা কিন্তু হৃদয়স্পর্শীভাবে জন্মদিন উদযাপনের ব্যবস্থা করেন।

এই আয়োজনে ছিল না কোনও জাঁকজমক বা আনুষ্ঠানিকতার বাহুল্য। বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ বিনিময়ের মধ্য দিয়ে উপস্থিত সকলেই এক আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে আন্তরিকতা, সৌহার্দ্য ও মানবিক সম্পর্কের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

জন্মদিন উপলক্ষে উপস্থিত শুভানুধ্যায়ীরা আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানান এবং ঈশ্বরের কাছে সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সর্বদীর্ঘ মঙ্গল কামনা করেন। তাঁদের মতে, মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিক সম্পর্কই জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি, আর সেই অনুভূতিই এদিনের উদযাপনকে করে তোলে স্মরণীয়।

দুই কিডনি বিকল, জীবনযুদ্ধে সঞ্জীব; সহযোগিতার হাত বাড়ানোর আবেদন



নিজস্ব প্রতিবেদন : একসময় মানুষের পাশে দাঁড়াতে, আজ নিজেই লড়াইয়ের জন্য। দুই কিডনি অকেজো, ডায়ালিসিসেই কাটছে প্রতিটি দিন। কিডনি দিতে প্রস্তুত মা, কিন্তু প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজন আর্থিক সহায়তা। সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন সঞ্জীব ও তাঁর পরিবারের।

শিলিগুড়ির হায়দরপাড়ার বিবাদী সরণির বাসিন্দা তরুণ সঞ্জীব পাল আজ কঠিন জীবনসংকটের মুখোমুখি। তাঁর দুটি কিডনিই অকেজো হয়ে পড়েছে। বর্তমানে নিয়মিত ডায়ালিসিসের মাধ্যমেই বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

সঞ্জীব সুস্থ থাকাকালীন রক্তদান, বস্ত্র বিতরণ, বৃক্ষরোপণসহ নানা সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন। মানুষের পাশে দাঁড়ানোই ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু অসুস্থতার কারণে আজ তিনি নিজেই সমাজের সহমর্মিতা ও সহযোগিতার প্রত্যাশী।

পরিবারের আর্থিক অবস্থাও অত্যন্ত সীমিত। তাঁর বাবা সামান্য চা বিক্রি করে সংসার চালান। বাড়িতে রয়েছেন স্ত্রী ও এক শিশু সন্তান। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী সঞ্জীবের মা তাঁকে একটি কিডনি দান করতে ইচ্ছুক। তবে কিডনি প্রতিস্থাপনের বিপুল ব্যয় বহন করা পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সাধারণ মানুষের কাছে আর্থিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

সঞ্জীব হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির একজন পদাধিকারী। সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুজিত ঘোষ ওরফে বাপি জানান, সংগঠনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই সাধ্যানুযায়ী আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও পাশে থাকার চেষ্টা চলবে। তবে আরও বেশি মানুষ এগিয়ে এলে কিডনি প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি তিনি সকলের কাছে মানবিক সহযোগিতার আবেদন জানান।

এদিকে, চিকিৎসার জন্য কেন্দ্রীয় সহায়তা চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরেও আবেদন করেছেন সঞ্জীব। সেই সাহায্য দ্রুত মঞ্জুর হওয়ার জন্যও তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।



কথা ও কবিতার বাচিক কর্মশালায় উৎসাহের সাড়া



নিজস্ব প্রতিবেদন : উচ্চারণ থেকে শ্রুতিনাটক; দু'দিনের নিবিড় প্রশিক্ষণে উজ্জীবিত অংশগ্রহণকারীরা। বাচিক শিল্পের নানা দিক নিয়ে হাতে-কলমে পাঠ দিলেন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকরা। শুক্রবার সফলভাবে শেষ হলো ১৮ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ কর্মশালা।

ভবিষ্যতেও এমন উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে জানানেন আয়োজকরা।

শিলিগুড়ির অন্যতম বাচিক সংগঠন 'কথা ও কবিতা'-র উদ্যোগে আয়োজিত দু'দিনের বিশেষ বাচিক কর্মশালা শুক্রবার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সংগঠনের ১৮ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আয়োজিত এই কর্মশালায় শহর ও আশপাশের এলাকার বহু বাচিকপ্রেমী অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় 'প্রমিত উচ্চারণ, অনুশীলন ও অভ্যাস' বিষয়ে প্রশিক্ষণ

দেন বিখ্যাত আবৃত্তি শিল্পী সুকুমার ঘোষ

এবং 'সহজে শিখুন শ্রুতিনাটক' বিষয়ে

প্রশিক্ষণ প্রদান করেন অলক রায় ঘটক।

তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি

ব্যবহারিক অনুশীলনের মাধ্যমে

অংশগ্রহণকারীদের বাচিক শিল্পের বিভিন্ন

দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া হয়।

সংগঠনের সভাপতি, বিশিষ্ট

চিকিৎসক ও বাচিক শিল্পী ডাঃ পার্থপ্রতিম

পান জানান, বাচিক শিল্পের প্রতি নতুন

প্রজন্মের আগ্রহ বাড়ানো এবং শুদ্ধ

উচ্চারণ ও সৃজনশীল উপস্থাপনার চর্চাকে

আরও সমৃদ্ধ করাই এই কর্মশালার মূল

উদ্দেশ্য। অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ ও

আন্তরিক সাড়া ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর

পরিসরে এ ধরনের কর্মশালা

আয়োজনের প্রেরণা জোগাবে বলেও

তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধু নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে, যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

আমাদের অঙ্গীকার

সংবাদপত্র শুধু খবর দেয় না, দিকনির্দেশও দেয়।

আমাদের অঙ্গীকার--

সত্যপ্রকাশ ,

সমাজের গঠনমূলক খবর তুলে ধরা ,

তরুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করা,

স্থানীয় প্রতিভাকে সামনে আনা।

আমরা বিশ্বাস করি, একটি ইতিবাচক সংবাদ অনেক সময় একটি পরিবারের মনোবল বাড়িয়ে দিতে পারে। একটি সঠিক তথ্য একজন নাগরিককে সচেতন করে তুলতে পারে।

খবরের ঘন্টা থাকবে মানুষের পাশে--সততা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে

বাপি ঘোষ

সম্পাদক , খবরের ঘন্টা

সাত বছরেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে সোনালি সাফল্য, গর্বের নাম শ্রীজিত দাস



নিজস্ব প্রতিবেদন :

মাত্র সাত বছর বয়সেই আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দুরন্ত সাফল্য অর্জন করল উত্তর ২৪ পরগনার এক খুদে প্রতিভা। কাতা ও কুমিতে জোড়া স্বর্ণপদক জিতে সকলের নজর কাড়ল শ্রীজিত দাস।

মাত্র ৭ বছর

বয়সেই অসাধারণ কৃতিত্বের নজির গড়ল উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা শ্রীজিত দাস। কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ১০ম ইন্টারন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এ অংশ নিয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে দুটি বিভাগেই স্বর্ণপদক অর্জন করেছে সে প্রতিযোগিতার কাতা এবং কুমিতে ;উভয় বিভাগেই সোনা জিতে শ্রীজিত শুধু নিজের পরিবার নয়, গোটা মধ্যমগ্রাম তথা উত্তর ২৪ পরগনার গর্ব হয়ে উঠেছে।

এত অল্প বয়সে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতায় জোড়া স্বর্ণপদক জয় শ্রীজিতের কঠোর অনুশীলন, আত্মবিশ্বাস এবং নিষ্ঠারই প্রতিফলন। তার এই সাফল্যে পরিবার, প্রশিক্ষক ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে আনন্দের আবহ তৈরি হয়েছে। আগামী দিনে আরও বড় মঞ্চে দেশের হয়ে সাফল্য অর্জন করবে; এমনই আশাবাদ সকলের।